কত দূর, ফেলিপে?

লেখকঃ জেনেবিব গ্রে

চিত্রায়ন: এন গ্রিফৈল্কোনি

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী

ফেলিপের জন্ম হয় মেক্সিকোতে। ছোট্ট থেকেই ওর বন্ধু ছিল এক গাধা (মেয়ে), তার নাম ছিল ফিলোমিনা। যখন ফেলিপের পরিবার কর্নেল আঞ্জার সাথে ক্যালিফোর্নিয়া অভিযানে যাওয়া স্থির করে, ফেলিপের কাকা কার্লোস ফেলিপেকে জানান যে ফিলোমিনাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু ফেলিপের মন কিছুতেই মানে না। আর কোনো গতিক না দেখে ফিলোমিনাকে সে ভীড়ে লুকিয়ে ফেলে। যে বিরাট দলে মেক্সিকানরা চলেছিল ক্যালিফোর্নিয়ার উদ্দেশ্যে, সেই ভীড়ে ফিলোমিনাও মিশে যায়।

কিন্তু অভিযানের পথ যে ছিল অনেক লম্বা আর মুশকিলের। যাত্রীরা নানান অসুবিধার সম্মুখীন হয়। সেই কঠিন রাস্তায় অনেক প্রাণহানী হয়। কিন্তু ফেলিপে, তার পরিবার ও ফিলমিনা ঠিকমত গন্তব্যে পৌঁছায়।

'আই ক্যান রীড' বইটির মধ্যে দিয়ে কর্নেল হুয়ান বাওতিস্তা কর্নেল আঞ্জার ১৭৭৫ সালের ক্যালিফোর্নিয়া অভিযানের ইতিহাস আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরেন। জেনেবিব গ্রে র সংবেদনশীল বর্ননার সাথে এন গ্রিফেল্কোনির আঁকা এই কাহিনীকে যেন চোখের সামনে জীবন্ত করে তোলে।

কত দূর, ফেলিপে?

লেখকঃ জেনেবিব গ্রে
চিত্রায়ন: এন গ্রিফেল্কোনি
অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী

ব্রেড আর্বিনের উদ্দেশ্যে

অনুক্রম

১। ফেলিপে

ফেলিপে তার কাকা কার্লোস, কাকিমা মারিয়া আর তার ছয়জন খুড়তুতো ভাই বোনেদের সাথে মেক্সিকোতে থাকত।

ফিলোমিনা নামের একটা ছোট্ট গাধা ছিল ওদের বন্ধু।

সে ছিল একটা মেয়ে (মানে গাধী)।

ফিলোমিনা এমনিতে ছোট্ট হলে কিহবে, সে খুব চিল্লামেল্লি করে বাড়ি মাথায় করে রাখত।

সে এতই ছোট ছিল যে ক্ষেতের কাজে সে কোনো সাহায্য করতেও পারত না।

একবার, ফেলিপের কাকা কার্লোস ক্ষেতে ভুট্টা ফলানোর চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু সে জমি ফসল ফলানোর উপযুক্তই ছিল না।

তাদের অবস্থা এতই খারাপ ছিল যে ফেলিপের বহুদিন খাওয়াই জুটত না, তার খুড়তুতো ভাই বোনেরাও না খেয়েই থাকত প্রায়ই।

শুধু তাই নয়, তাদের আশেপাশের অধিকাংশ লোকজনেরই দুবেলা ভাল করে খাওয়া জুটত না।
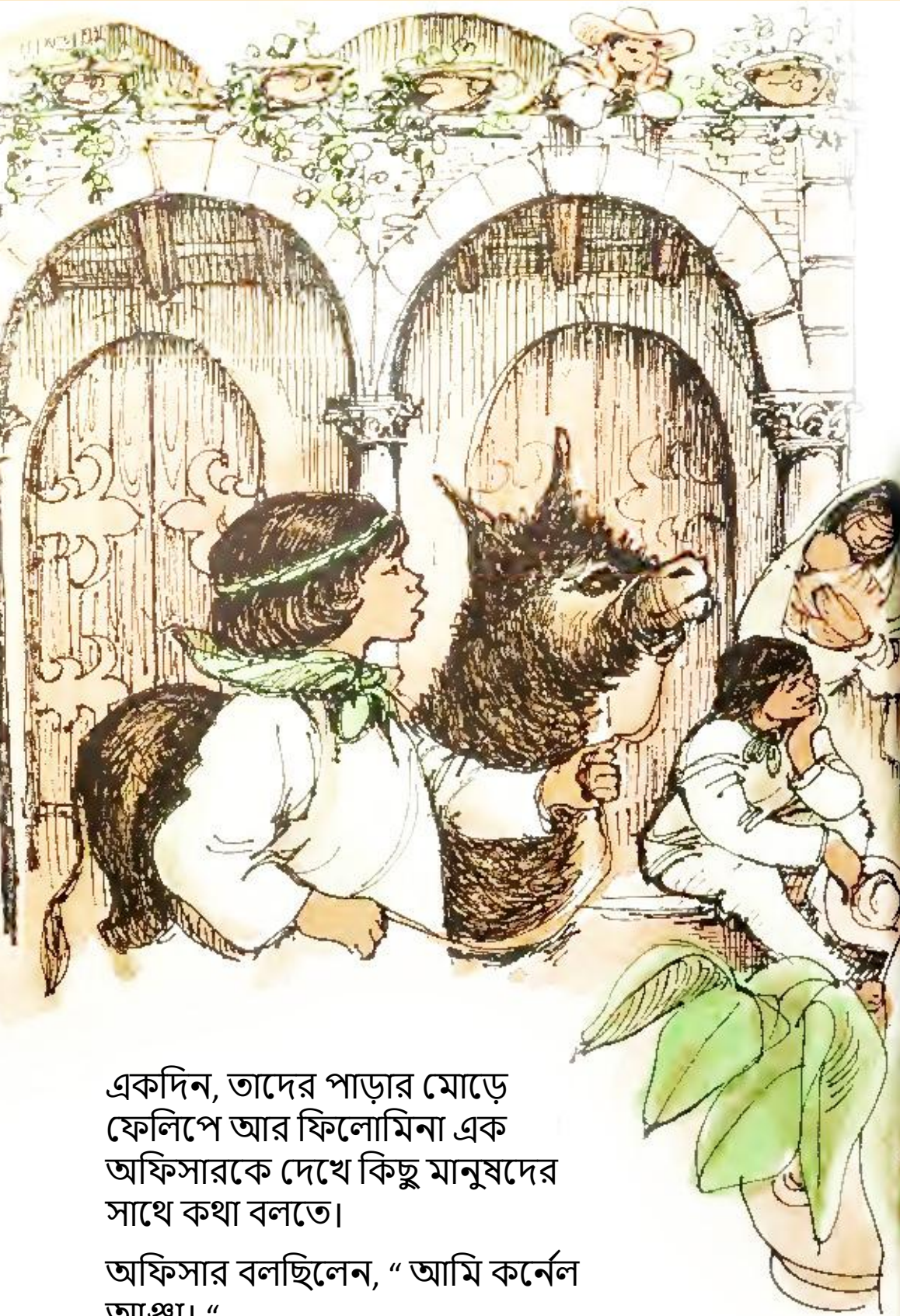
একদিন, তাদের পাড়ার মোড়ে ফেলিপে আর ফিলোমিনা এক অফিসারকে দেখে কিছু মানুষদের সাথে কথা বলতে।

অফিসার বলছিলেন, " আমি কর্নেল আঞ্জা। "
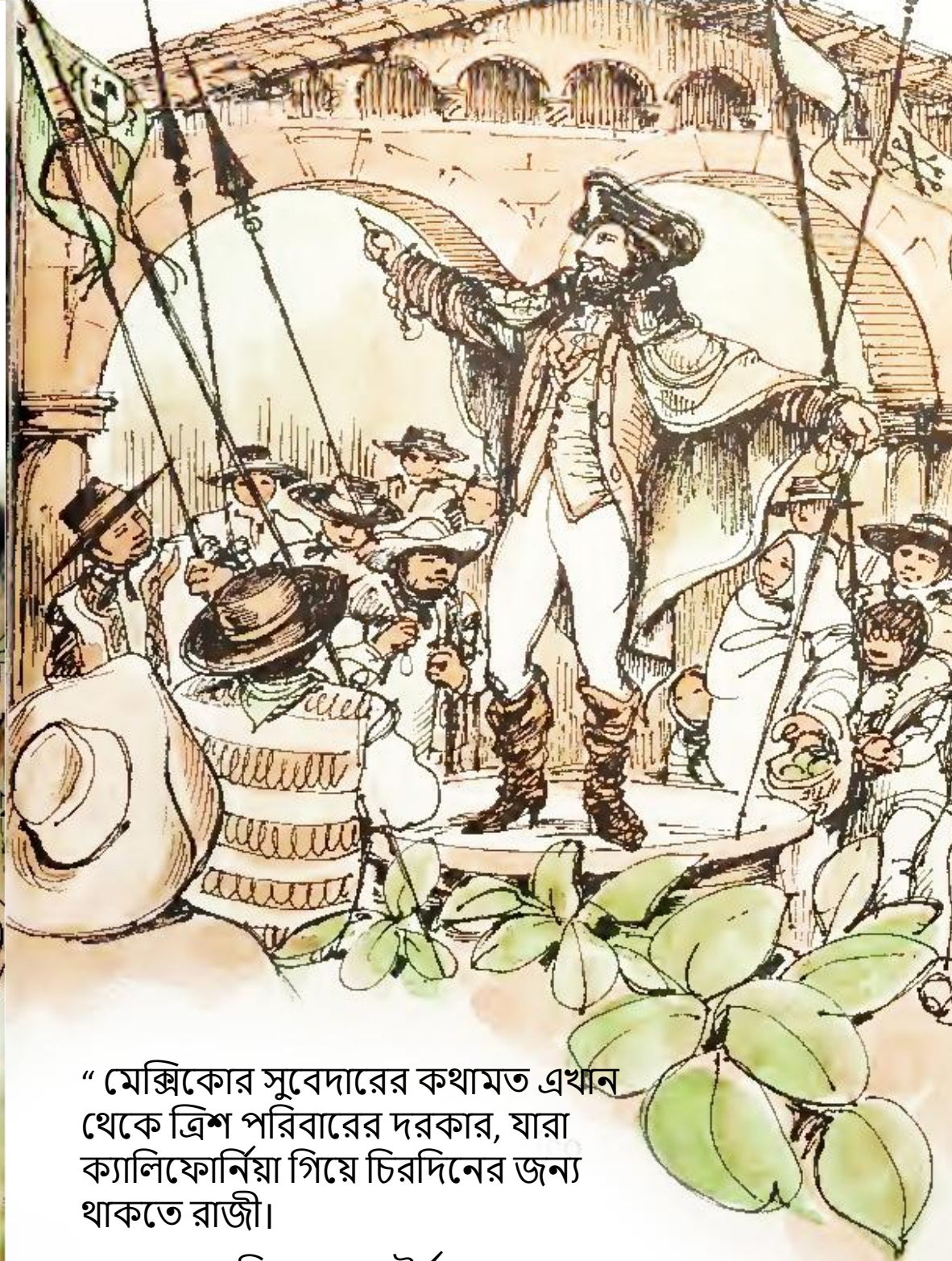
" মেক্সিকোর সুবেদারের কথামত এখান থেকে ত্রিশ পরিবারের দরকার, যারা ক্যালিফোর্নিয়া গিয়ে চিরদিনের জন্য থাকতে রাজী।

ওখানের জমি অনেক উর্বর। সেখানে চাষবাস আর পশুপালন করে তারা আরামসে জীবন চালাতে পারবে।

যারা রাজী হবে, সেইসব পরিবারকে জামাকাপড়, খাওয়া দাওয়া, ঘোড়া আর পালনের জন্য পশু বিনা পয়সায় দেওয়া হবে।

সেই ঘোড়ায় করে ক্যালিফোর্নিয়া যেতে চার মাসের মত সময় লাগবে।

আমি আর আমার সিপাইরা সব পরিবারকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত পৌঁছেও দেব।

কারা কারা যেতে রাজী আছ?”
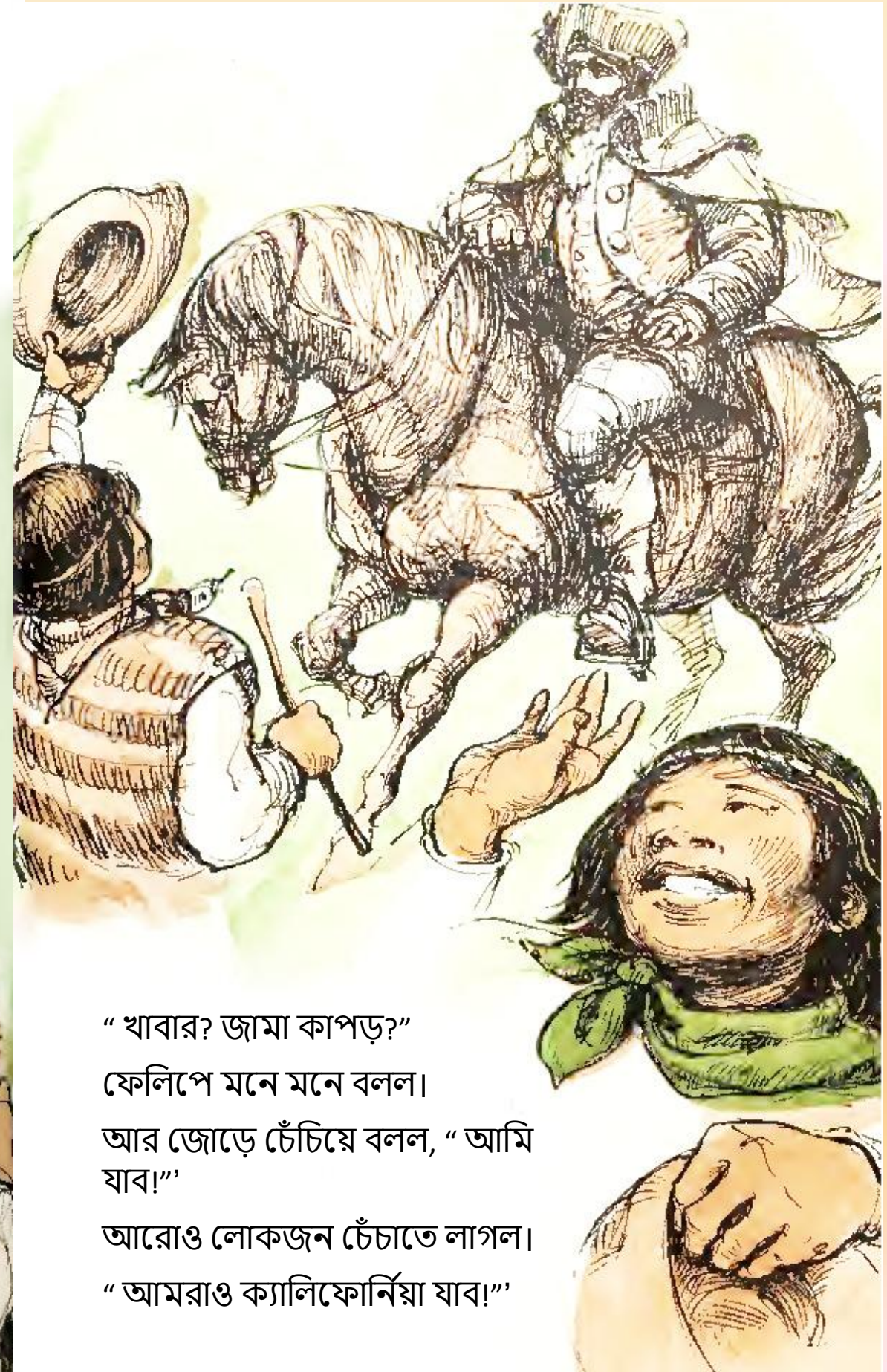
“ খাবার? জামা কাপড়?”

ফেলিপে মনে মনে বলল।

আর জোড়ে চেঁচিয়ে বলল, “ আমি যাব!”’

আরোও লোকজন চেঁচাতে লাগল।

“ আমরাও ক্যালিফোর্নিয়া যাব!”’
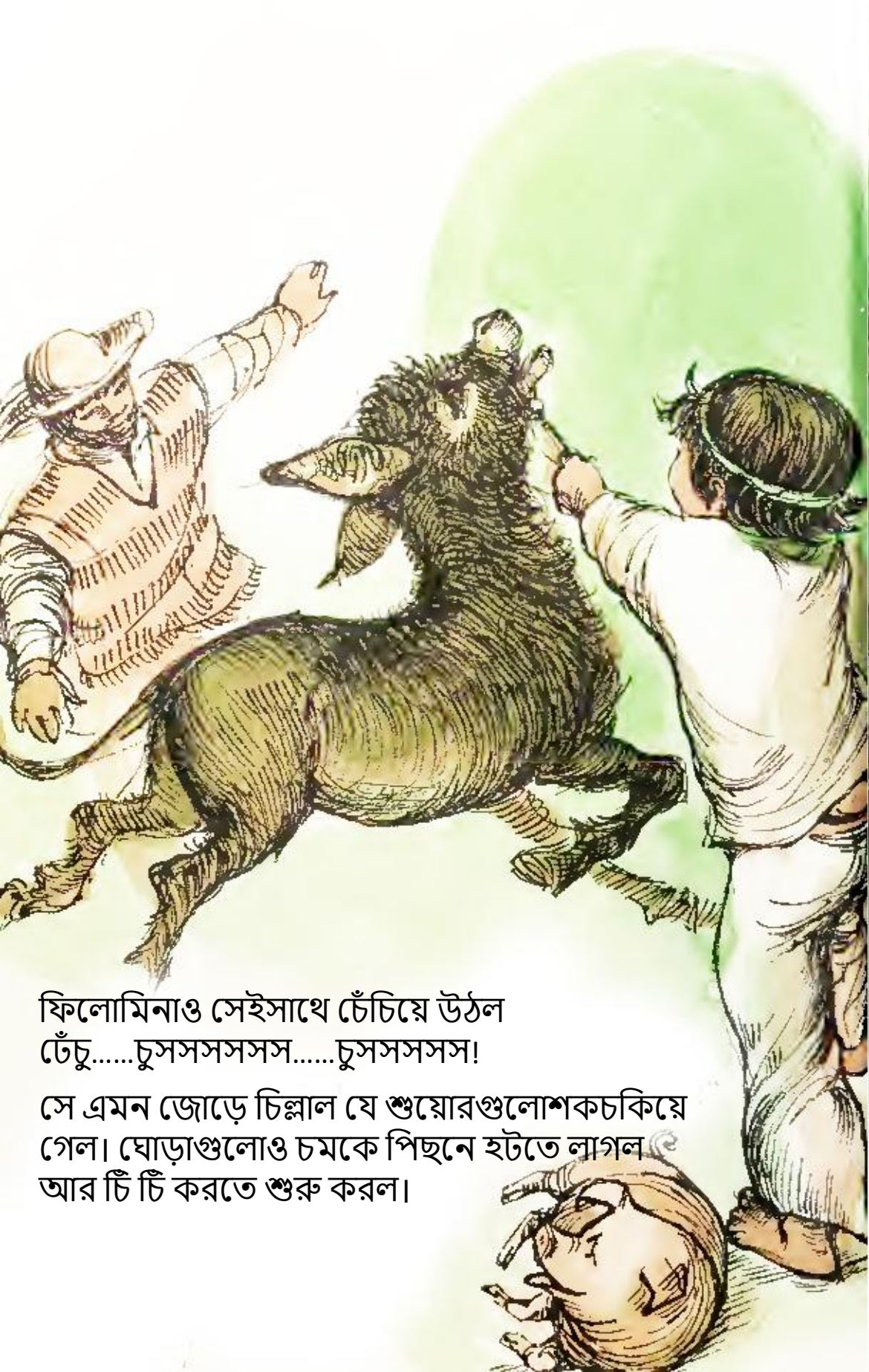
ফিলোমিনাও সেইসাথে চেঁচিয়ে উঠল
চেঁচু......চুসসসসসস......চুসসসসস!

সে এমন জোড়ে চিল্লাল যে শুয়োরগুলোশকচকিয়ে
গেল। ঘোড়াগুলোও চমকে পিছনে হটতে লাগল
আর চিঁ চিঁ করতে শুরু করল।
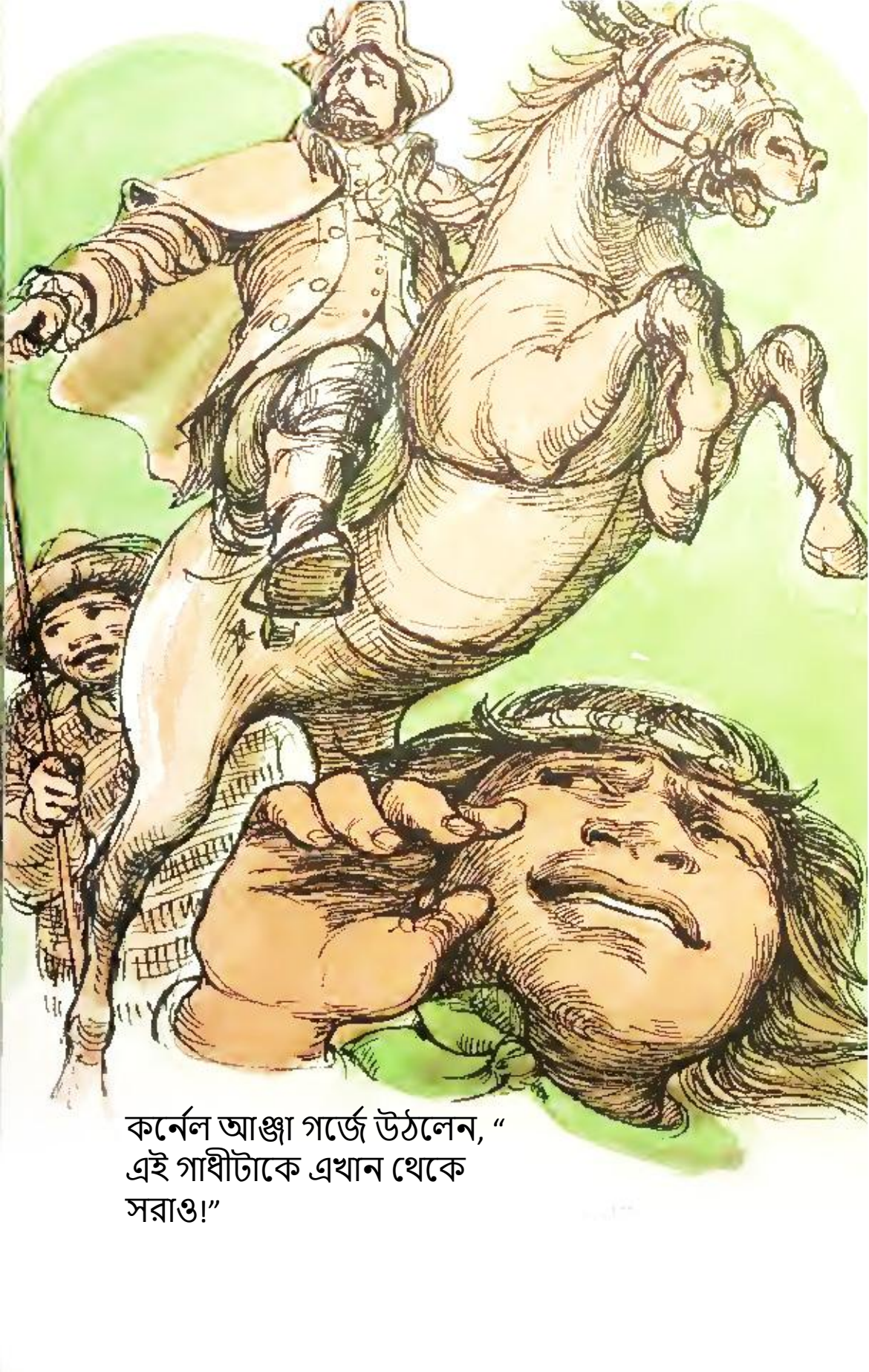
কর্নেল আঞ্জা গর্জে উঠলেন, “
এই গাধীটাকে এখান থেকে
সরাও!”

ফেলিপে সাথে সাথে দৌড়ে তার কাকাকে খবর দিতে ছুটল।

কিন্তু কাকা কার্লোস বললে, “ক্যালিফোর্নিয়া তো অনেক দূরে!”

“তাতে কি হয়েছে?” কাকী মারিয়া যেন রেগে উঠলেন।

“আমরা এখানে যেভাবে মরে বেঁচে আছি! আমাদের বাঁচার জন্য তো খাবারদাবার চাই নাকি!”
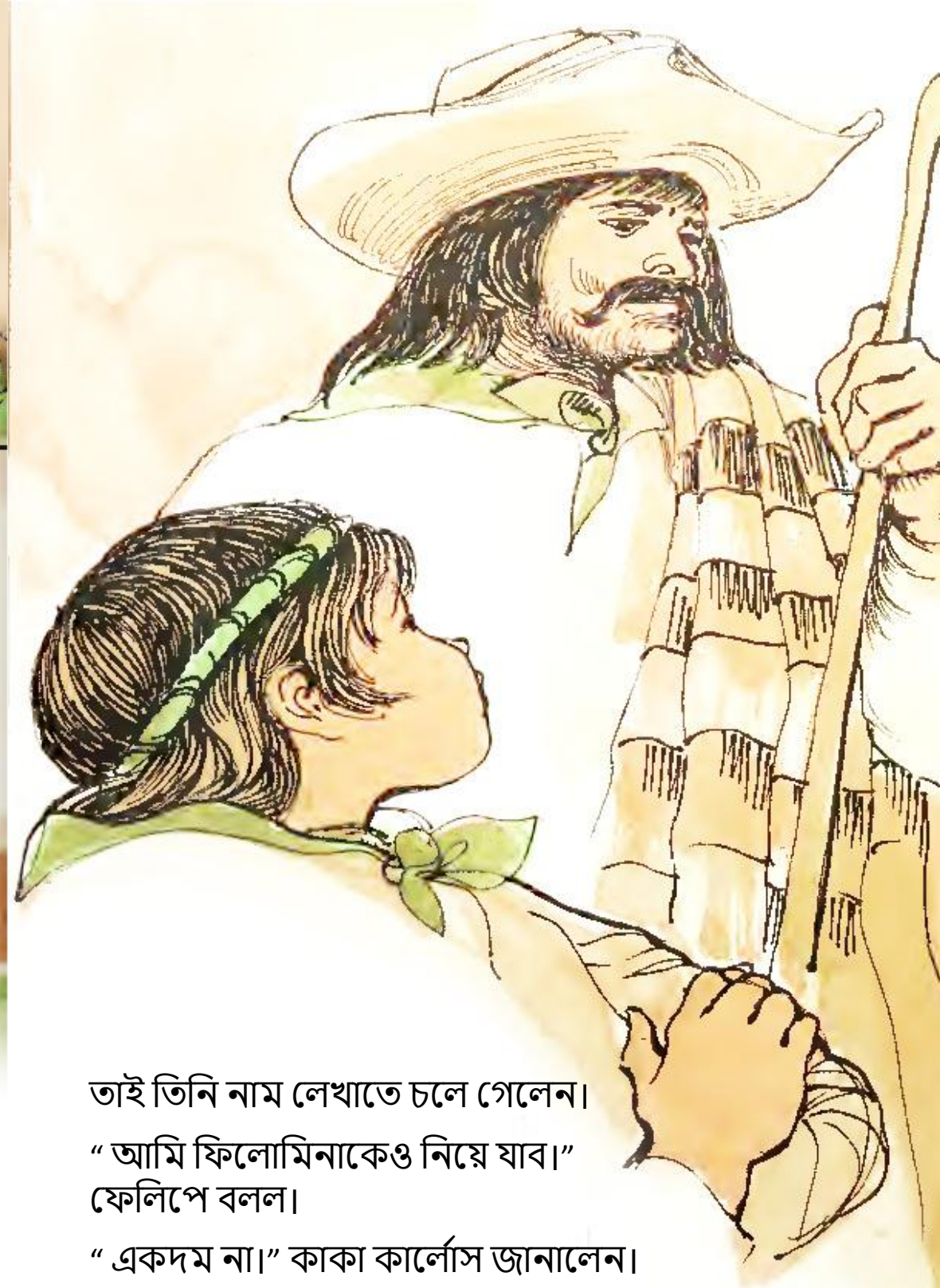
তাই তিনি নাম লেখাতে চলে গেলেন।

“ আমি ফিলোমিনাকেও নিয়ে যাব।” ফেলিপে বলল।

“ একদম না।” কাকা কার্লোস জানালেন।

“ ও এত ছোট যে কোনো কাজই করতে পারবেনা ওখানে গিয়ে।”’

“ও বড় কবে হবে?” ফেলিপে জানতে চাইল।
“যখন ওর কাঁধ তোমার কাঁধে এসে ঠেকবে, তখন।”

কাকা কার্লোস জানালেন।

“ কিন্তু ততদিনে তো তুমি ক্যালিফোওর্নিয়াতে।”

ঢেঁচু...ঢেঁসসসসসসসস......।চুসসসসসসস...।
ফিলোমিনা গেয়ে উঠল।
ওর ভাষা তো শুধুমাত্র ফেলিপেই বুঝত।
ফিলোমিনাও যে ওদের সাথে ক্যালিফোর্নিয়া যেতে চাইছিল।

২। প্রস্থান

কর্নেল আঞ্জা বলে উঠলেন,

" আমাদের মরুভূমি আর

পাহাড় পেরিয়ে যেতে হবে।

রাস্তায় আমাদের ইন্ডিয়ানদের

(আমেরিকার মুল নিবাসী) এলাকা দিয়ে যেতে হবে। ওদের কেউ কেউ আমাদের পছন্দ করবে, কেউ কেউ আমাদের শত্রুও ভাবতে পারে। তাই এই সফর খুব একটা সহজ হবে না। "

অবশেষে সফরের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হল। কর্নেল আঞ্জা দলের অগ্রভাগে রইলেন। ওনার পিছনে সব সিপাইরা চলল।

তার পরে চলতে লাগল সব পরিবার।

তাদের পিছনে আরও কিছু সিপাই চলল।

তারও পিছনে চলতে লাগল সব খচ্চরের দল, রসদ বয়ে নিয়ে।

আর সব্বাইকার পিছনে চলল ফিলোমিনা।

ফেলিপে যাচ্ছিল ঘোড়ায় চড়ে।

ওর খুড়তুতো ভাই আর বোন হোসে
আর রুবেনও চলেছিল ঘোড়ায়।

ফেলিপে ফিলোমিনাকে খুঁজছিল।

ফেলিপে ফিলোমিনার আওয়াজ শুনতে
পেল-
ঢেঁচু...ঢেঁসসসসসসসস......।চুসসসসসসস...।

ঐ শুনে ঘোড়াগুলো চমকে উঠল, ওদের
লাগামে টান পড়ল।

খচ্চরগুলো চমকে গিয়ে লাফালাফি করে
ওদের পিঠ থেকে জিনিসপত্রই ফেলে
দিল।

কিছু গরু ছাগল ভয় পেয়ে ঝোপে ঝাড়ে
লুকিয়ে পড়ল।

পুরো দল থমকে গেল।

‘‘ঐ গর্দভটাকে হটাও দল থেকে!’’

কর্নেল আঞ্জা রেগে আগুন হয়ে হুকুম দিলেন।

কিন্তু এমন দৌড়ঝাঁপ হুড়োহুড়ি লেগেছিল যে কেউ তাঁর ঐ হুকুম শুনতেই পেল না।

সব সিপাইরা গরুবাছুরদের খুঁজে পেতে নিয়ে আবার দলে ভেড়াতে ব্যস্ত ছিল।
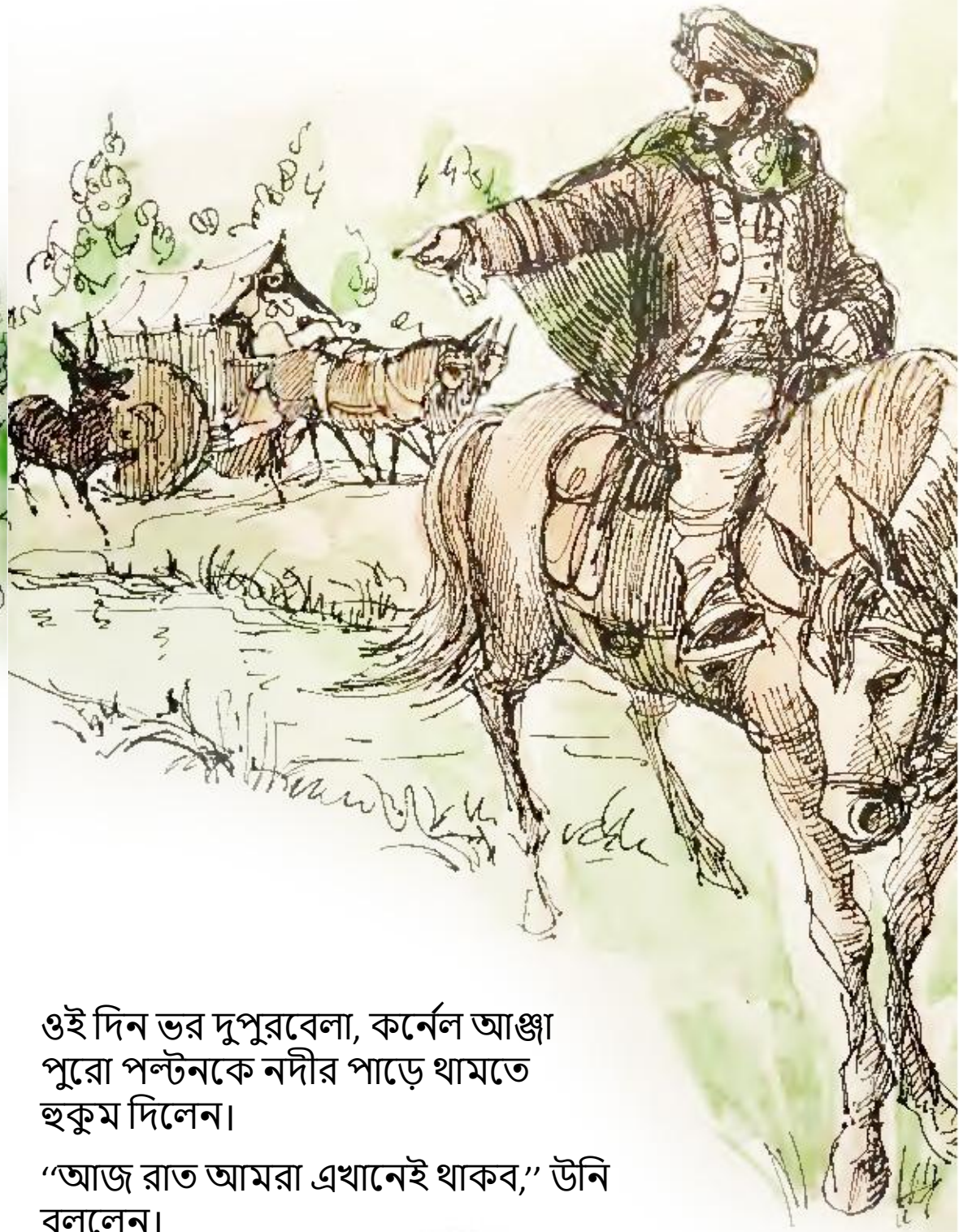
ওই দিন ভর দুপুরবেলা, কর্নেল আঞ্জা পুরো পল্টনকে নদীর পাড়ে থামতে হুকুম দিলেন।

‘‘আজ রাত আমরা এখানেই থাকব,’’ উনি বললেন।
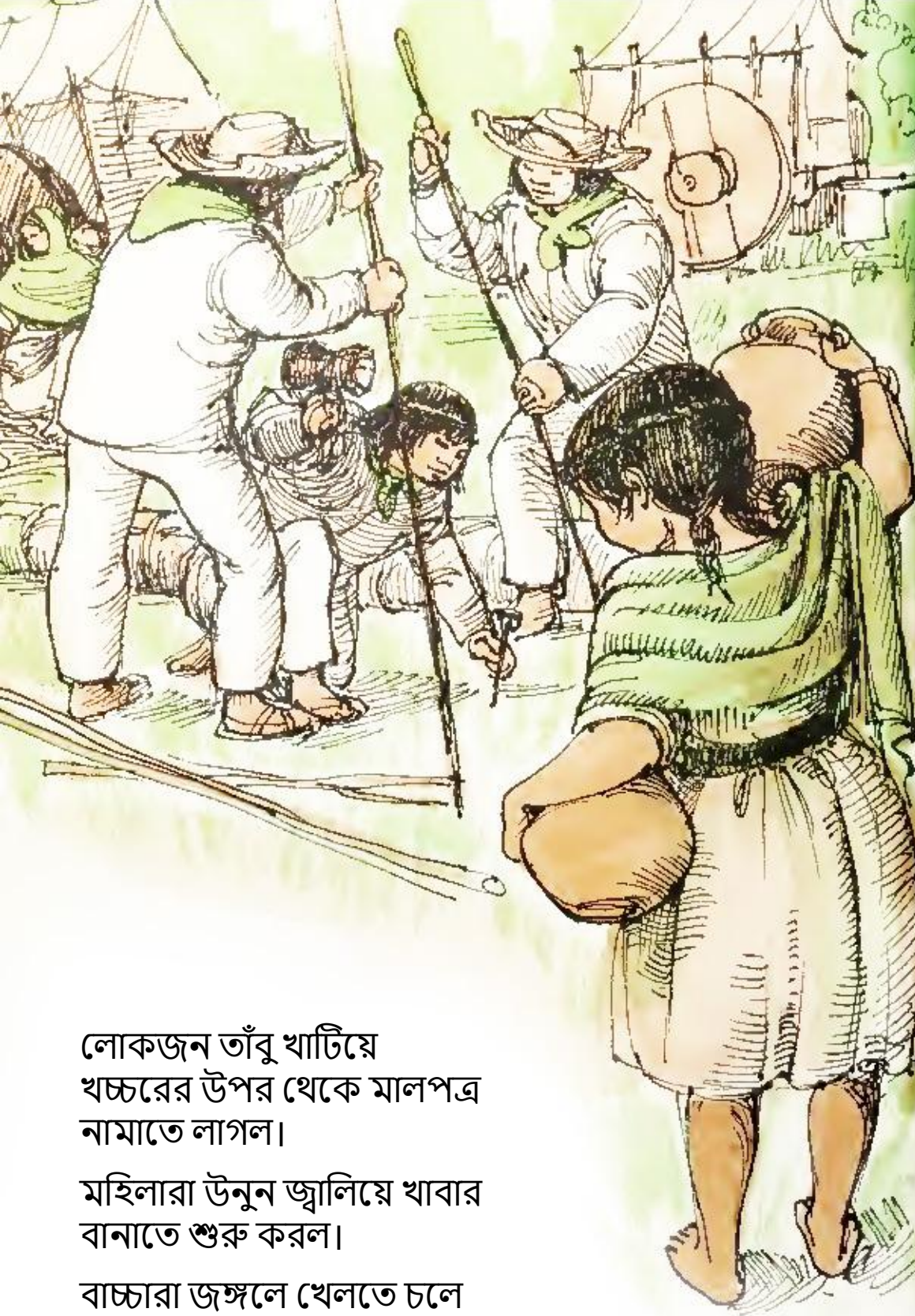
লোকজন তাঁবু খাটিয়ে খচ্চরের উপর থেকে মালপত্র নামাতে লাগল।

মহিলারা উনুন জ্বালিয়ে খাবার বানাতে শুরু করল।

বাচ্চারা জঙ্গলে খেলতে চলে গেল।

ফেলিপে হঠাত দেখল ফিলোমিনা ঘোড়াদের সাথে ঘাস খাচ্ছে।

“ আমি তোকে খুব ভালবাসি, ফিলোমিনা!”

ফেলিপে ফিলোমিনার কানে কানে ফিসফিস করে বলল।

ফিলোমিনা তার মাথাটা ফেলিপের বুকে রাখল।
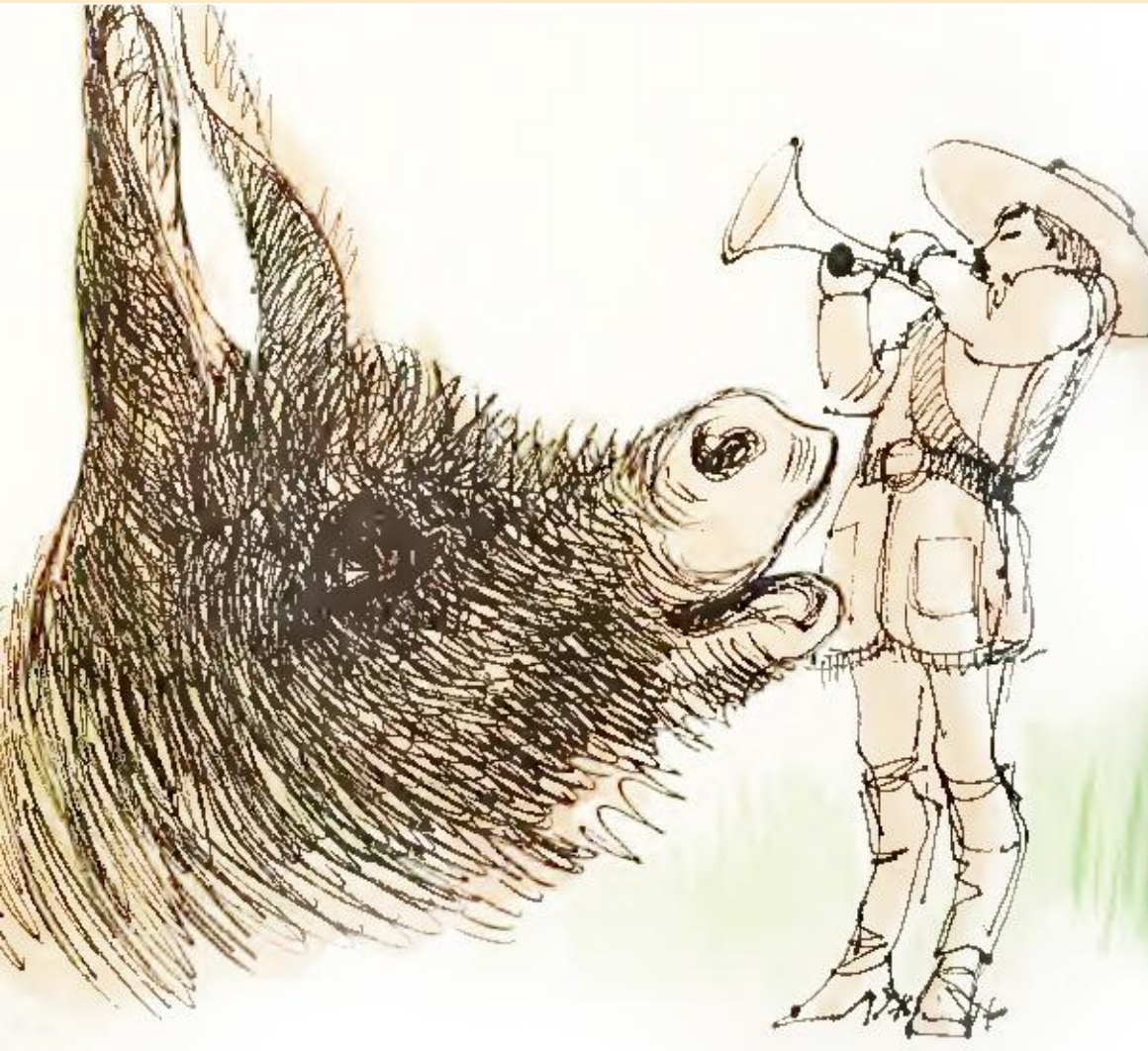
পরেরদিন সকালে এক সিপাই বিগুল বাজাল।

আর অমনি ফিলোমিনা গেয়ে উঠল, “ঢেঁচু – ঢেঁসসসসসসসসসসসসসসসসসসস, চুসসসসসসসসসসসসসসস।“

লোকজন হুড়মুড় করে জেগে উঠল।

“ এই গর্দভটা অতটাও খারাপ নয়,’’ কর্নেল আঞ্জা বললেন।

এরপর থেকে, ফিলোমিনা প্রত্যেক সকালে এমনি করেই গাইত, মনে হত ও যেন বলছে, “জাগো সব--- ভোর হয়ে গেছে!”

কাকা কার্লোস ও এরপর থেকে ফিলোমিনাকে পছন্দ করতে শুরু করলেন।
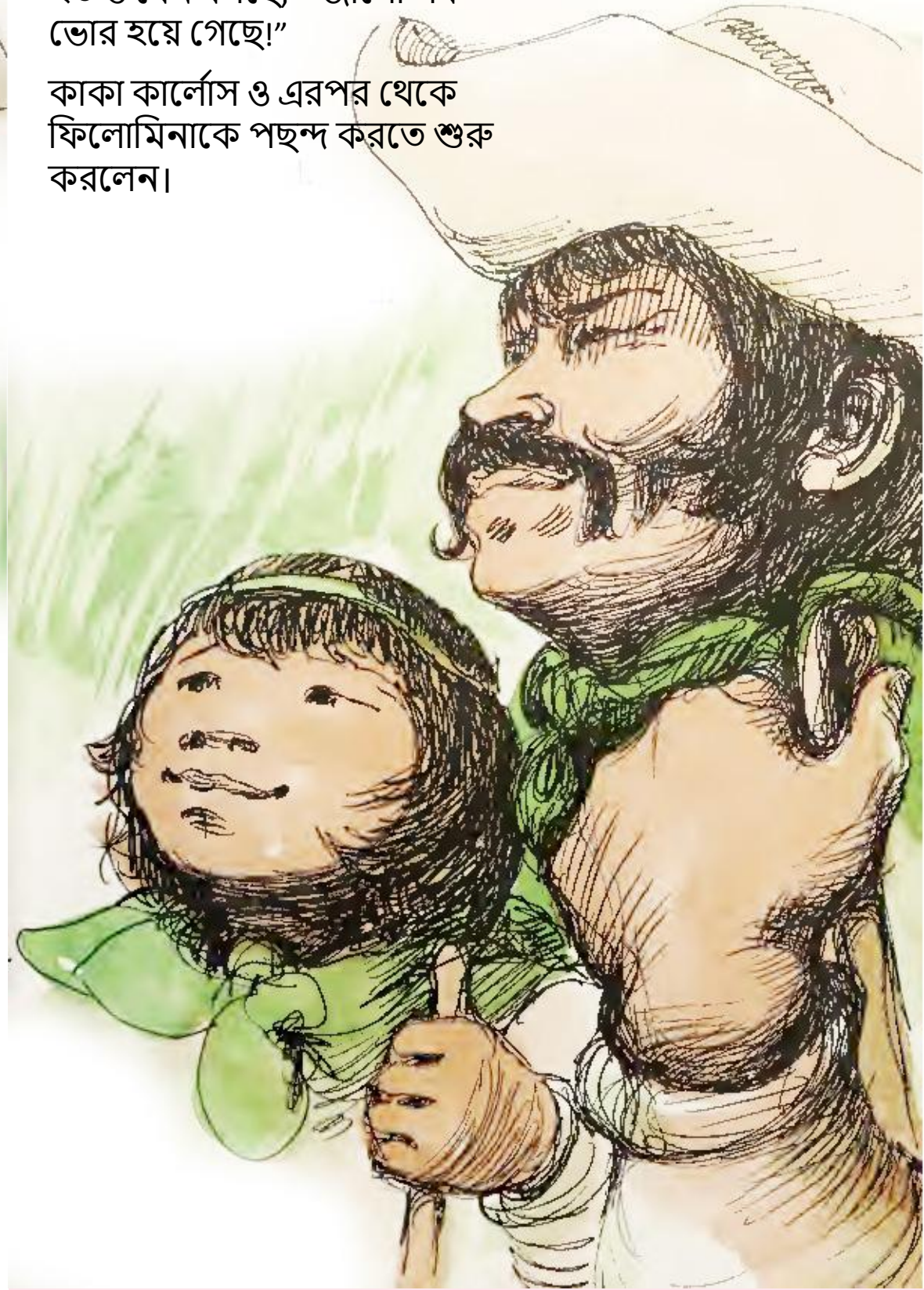
কিছুদিন পর সবাই পাহাড়ের নীচে এসে পৌঁছাল।

চারিদিকে উঁচু উঁচু খাড়াই পাহাড় আর বড় বড় পাথর।

কর্নেল আঞ্জা ভয় পেলেন, এরপর যদি ইন্ডিয়ানরাও আক্রমণ করে দেয়, কি হবে!
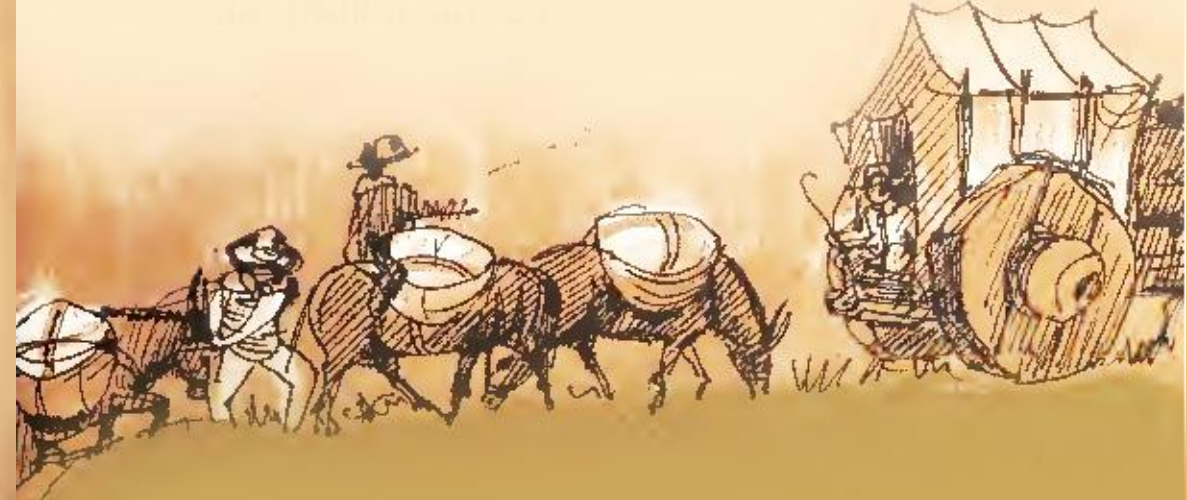
" আপাচে (রেড ইন্ডিয়ানদের এক উপজাতি) চরেরা নিশ্চয়ই ঐ পাহাড়ের ঢালের পিছনে রয়েছে। আমাদের ঐ পাহাড়ে উঠে দেখতে হবে।" উনি বললেন।

এই সাবধানবাণীর পর সবাই আস্তে আস্তে এগোতে লাগল।

ঐ রাত্রে কেউ ভালকরে শুতে পারল না।

রাতভর ফেলিপে মাটিতে কান পেতে শোনার চেষ্টা করতে লাগল , আপাচেদের পায়ের আওয়াজ শোনা যায় কিনা।

একবার তো তার মনে হল হয়ত কেউ আসছে, কিন্তু দেখা গেল ওগুলো তাদের নিজেদেরই ছায়া।

ভোর হতে না হতেই আঞ্জা আর তার দল আবার চলতে শুরু করল।

সকালের খাবার না খেয়েই তারা যাত্রা শুরু করে দিল।

"দুপুর দুপুর নাগাদ আমরা বিপদমুক্ত জায়গায় পৌঁছে যাব।" কর্নেল আঞ্জা বললেন।

"আমরা তখনই খাব।

আশা রাখো, ক্যালিফোর্নিয়া অনেক ভাল জায়গা।"

মারিয়া কাকী গজগজ করতে লাগলেন।

কাকা কার্লোস ভয়ে ভয়ে বললে, "যদি, আমরা কখনো ওখানে পৌঁছাই তাহলে।"
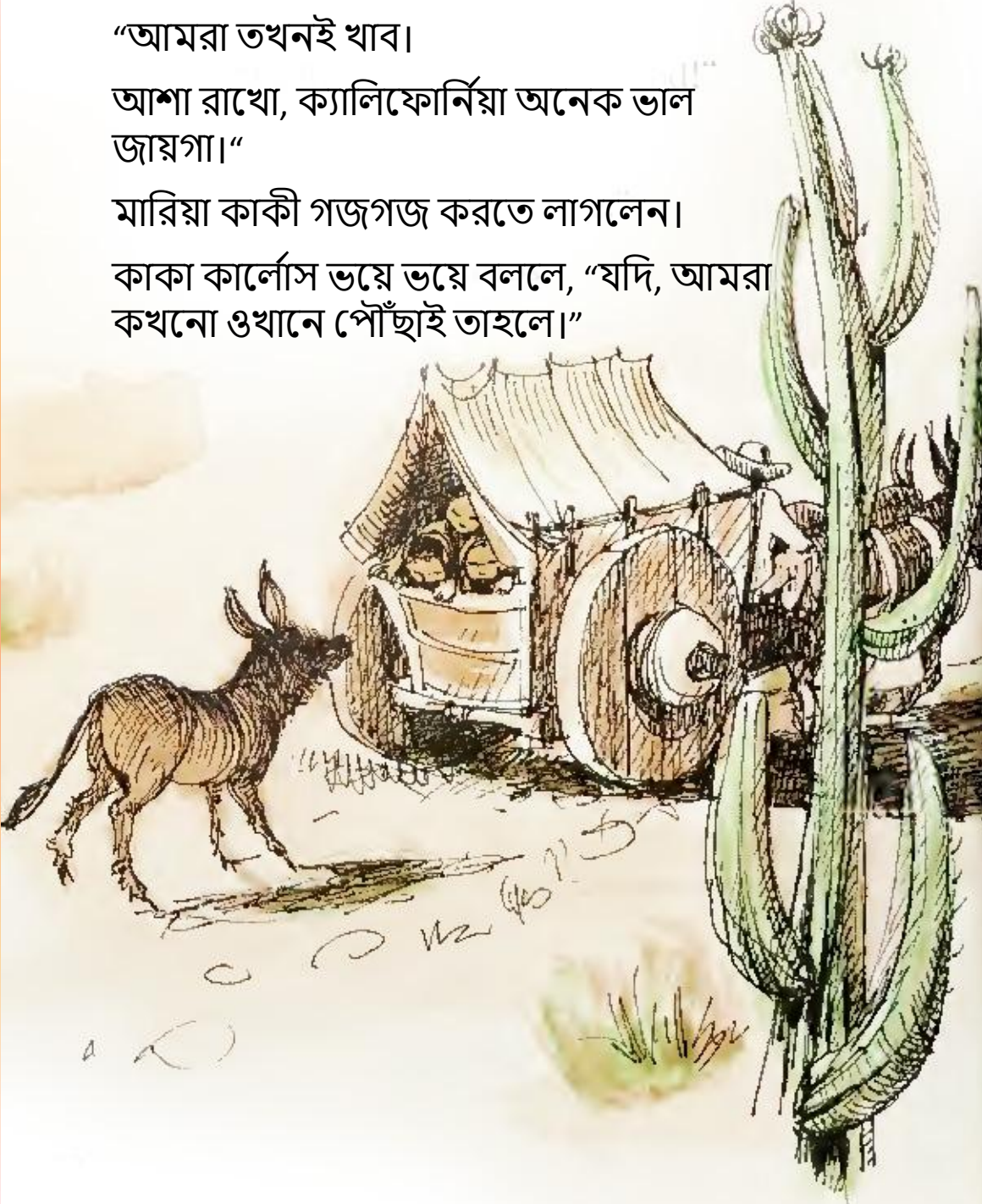
৩। ইণ্ডিয়ানদের প্রদেশ

এবার ফেলিপেদের দল মরুভুমিতে পৌঁছাল। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে একইভাবে তারা চলতেই লাগল।

মরুভূমিতে মাইলের পর মাইল রাস্তা তারা পার করে ফেলল।
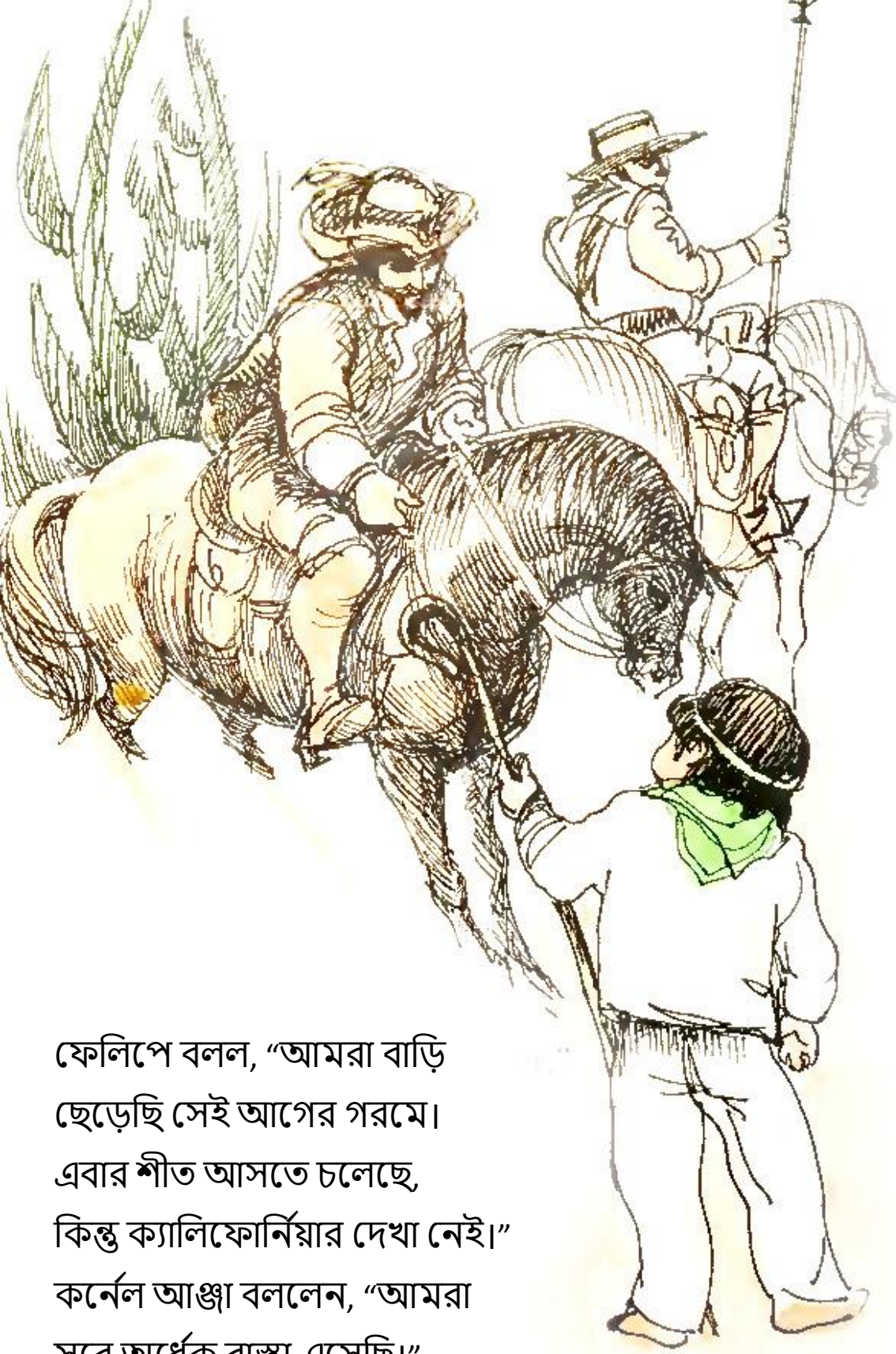
ফেলিপে বলল, "আমরা বাড়ি ছেড়েছি সেই আগের গরমে। এবার শীত আসতে চলেছে, কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার দেখা নেই।"
কর্নেল আঞ্জা বললেন, "আমরা সবে অর্ধেক রাস্তা এসেছি।"
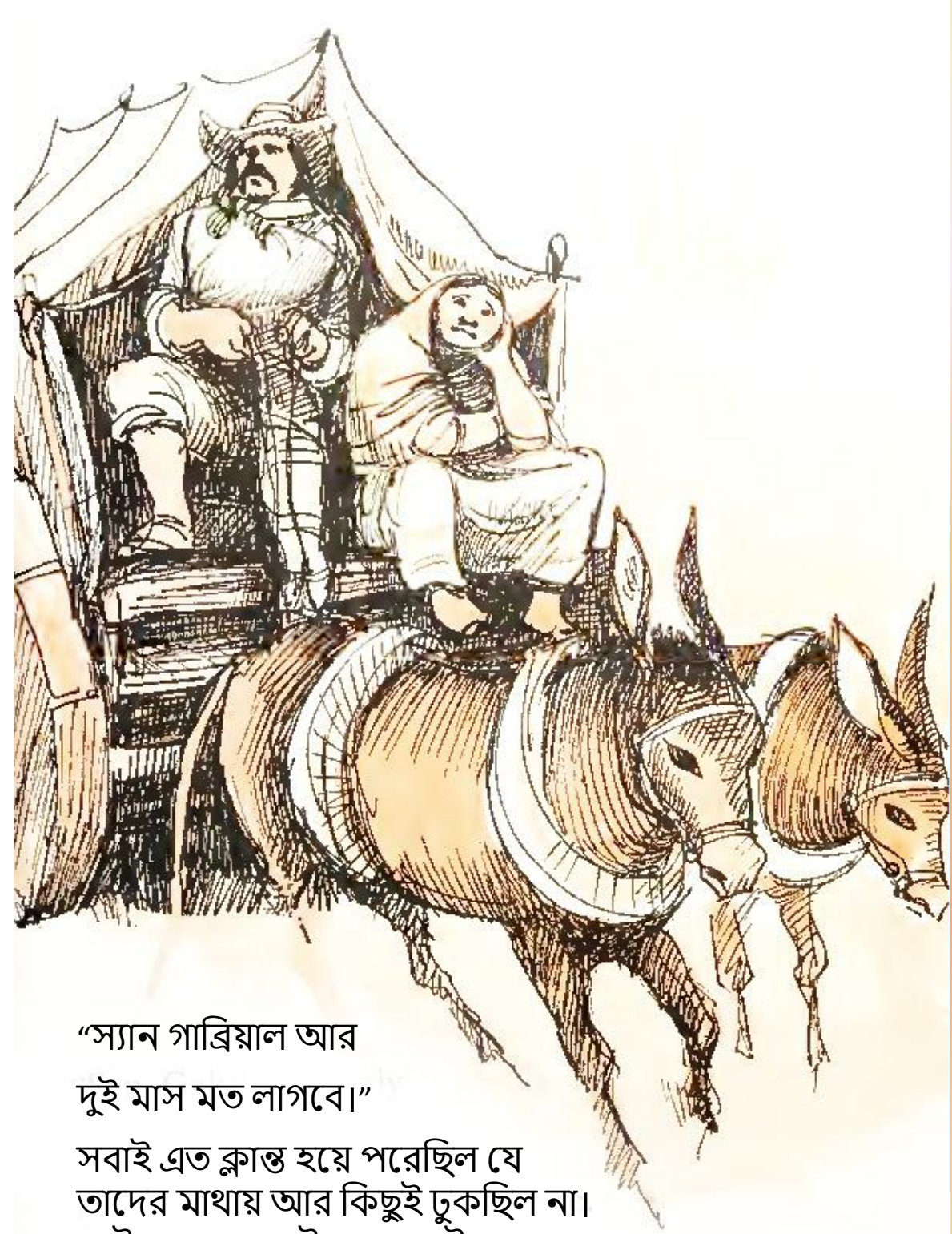
"স্যান গাব্রিয়াল আর দুই মাস মত লাগবে।"

সবাই এত ক্লান্ত হয়ে পরেছিল যে তাদের মাথায় আর কিছুই ঢুকছিল না। "দুই মাস আর দুই বছর সবই আমাদের কাছে এখন একই।" মারিয়া কাকী বিড়বিড় করে উঠলেন।
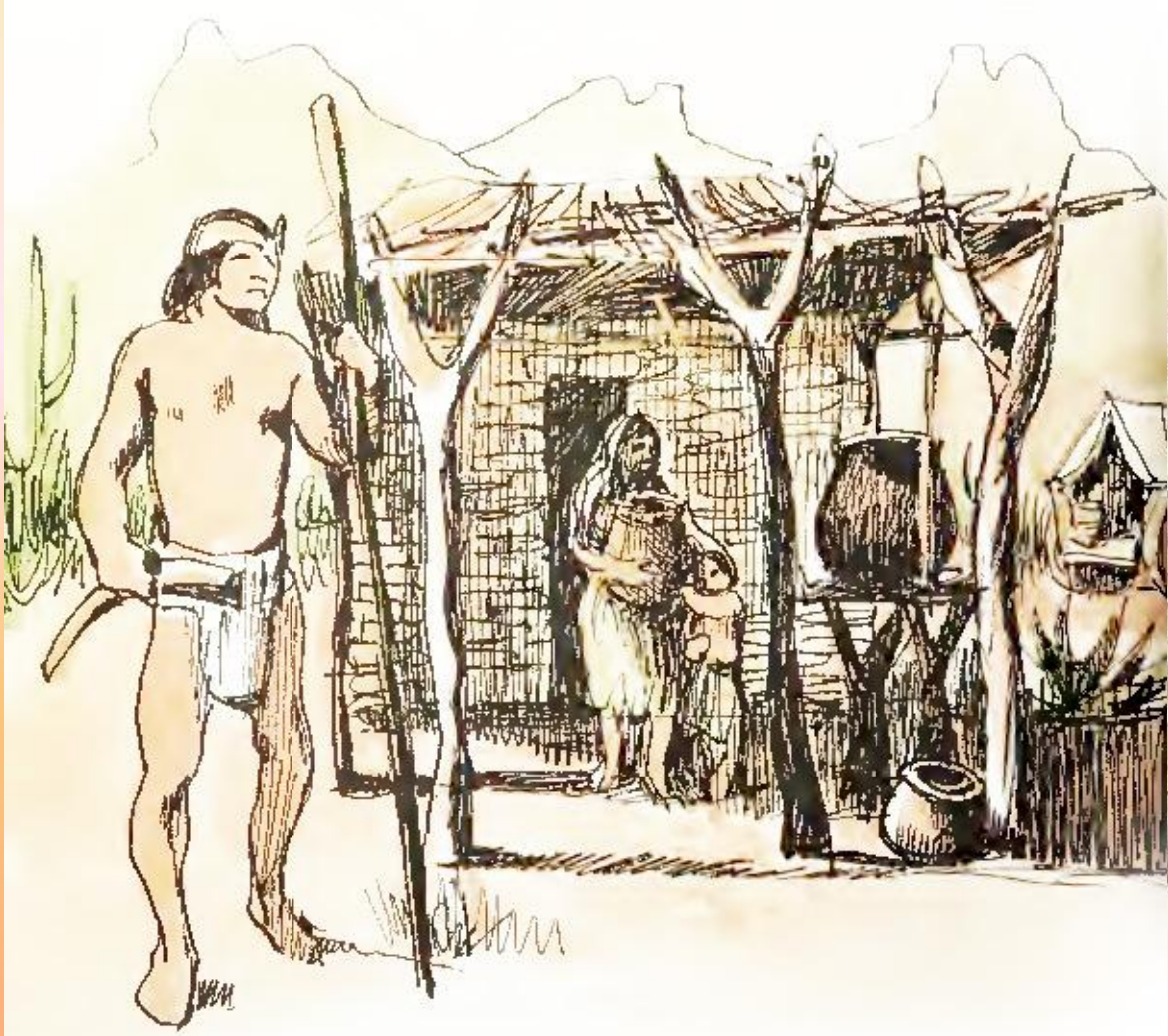
এরপর তারা এক নদীর পাড়ে পৌঁছাল, ঐ নদীর ধার দিয়ে সব ইন্ডিয়ানদের বসতি।

“এরা সব পীমা ইন্ডিয়ান”, কর্নেল আঞ্জা জানালেন।

“এরা কারোর ক্ষতি করে না।”

এই ইন্ডিয়ানেরা আঞ্জার দলের জন্য খাবার নিয়ে আসল।

মারিয়া কাকী যখন ওদের খাওয়ার জন্য চকোলেট দিলেন, তারা মুখে দিয়ে,

মুখ বিকৃত করে থু থু করে ফেলে দিল।

তাই দেখে মারিয়া কাকীর মন ভেঙ্গে গেল, তিনি বললেন, “এদের চেয়ে তো আপাচেরা ভাল ছিল।”
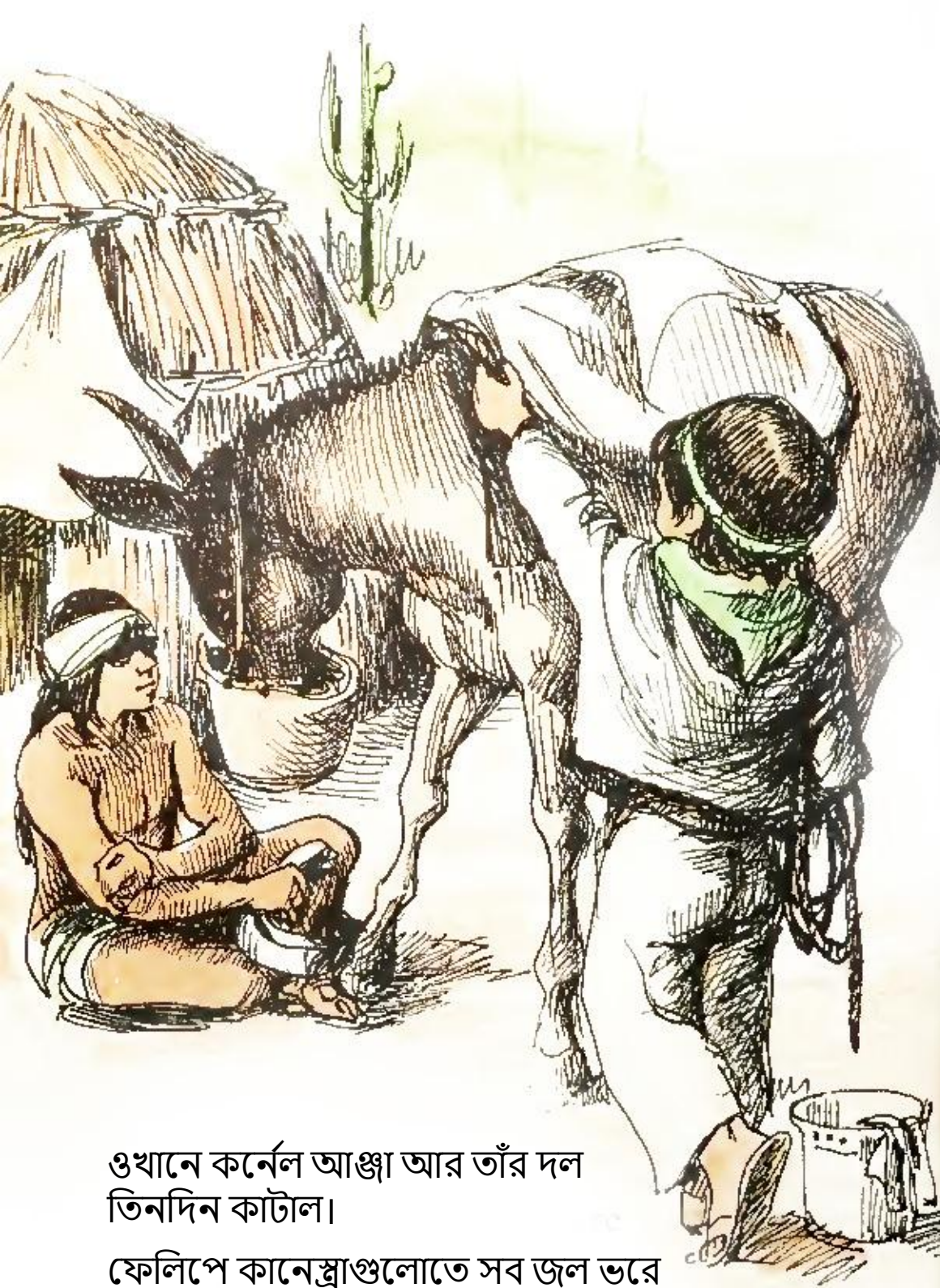
ওখানে কর্নেল আঞ্জা আর তাঁর দল তিনদিন কাটাল।

ফেলিপে কানেস্ত্রাগুলোতে সব জল ভরে নিল। সে গরুবাছুরদের দেখাশুনাতেও সাহায্য করল।

কাকা কার্লোস মজা করে বললেন, “আমাদের ফেলিপে কি কাউবয় হয়ে গেল নাকি?”

উনি মারিয়া কাকীকে বললেন, “ এরপর আর যে কি কি দেখব?”

একদিন ইন্ডিয়ানেরা তাদের নিমন্ত্রণ করল।

ফেলিপে সেখানে অনেক রাজমা আর ভুট্টা খেল।

ওখানেই একজন ফিলোমিনার জন্য তরমুজ কেটে দিল।

কিন্তু ফিলোমিনা খাচ্ছিল না, ওর তরমুজ একটুও ভাল লাগে নি।

তখন ফেলিপে সেই তরমুজটা খেয়ে নিল।

৪। মরুভূমি

দল এবার মরুভূমির মধ্যে দিয়ে চলছিল।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় প্রচুর ধুলো আর বালি উড়ছিল।

দূর দূর পর্যন্ত কোথাও জল নজরে আসছিল না।

গরুবাছুরদের জন্য কোথাও ঘাস ছিল না।

ফিলোমিনার জন্য শুধু কিছু আগাছা ছিল খাওয়ার মত।

এত ঠাণ্ডা ছিল যে ফেলিপে আর
ফিলোমিনা একসাথে শুত, তাতে
দুজনেরই একটু গরম লাগত।

বাকি সব পশুরা সারা রাত ধরে ঠাণ্ডা
হাওয়ার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে থাকত,
না খেয়ে, কাঁপতে কাঁপতে।

একদিন সকালে ফেলিপে দেখল
নয়টা খচ্চর মরে পড়ে আছে।

কর্নেল আঞ্জা হতাশ হয়ে

বললেন, “না কোনো চারা, না জল।
এখনো যে কিছু প্রাণী বেঁচে আছে এই
অনেক।”

‘‘আজ যেমন পশুরা এভাবে না খেতে পেয়ে মরছে তো একদিন

তাহলে মানুষজনের সাথেও এরকম হবে।”

কাকা কার্লোস বললেন।

ফেলিপে তার ক্লান্ত ঘোড়ার পাশে পাশে চলছিল।

ঠাণ্ডা হাওয়া এসে মুখে চোখে ঝাপটা মারছিল।

চলতে চলতে ফেলিপে তার দুপাশে একে একে পশুদের মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখছিল।

ঐ রাত্রে কাকা কার্লোস বললেন,

“আমাদের এই শুকনো নদীর মাটি খুঁড়তে হবে, তাতে যদি পশুদের জন্য একটু আধটু জল পাওয়া যায়।”

ফেলিপে ফিলোমিনাকে বলল, “ আমায় তো আজ রাতে লোকেদের সাহায্য করতে যেতে হবে, কিন্তু তোর কোন চিন্তা নেই, তোকে আমি গরম রাখার ব্যবস্থা কোরে ফেলেছি। “

ফেলিপে তার খুড়তুতো ভাইবোনেদের জিজ্ঞাসা করল, “আজ রাত্রে ফিলোমিনার সাথে কে শুতে চাও?”

“আমি! আমি!” সবাই চেঁচিয়ে উঠল।

ফেলিপে সারা রাত কাজ করল, সবার সাথে গর্ত খোঁড়ার কাজে ব্যস্ত রইল।

তারপর সব পশুদের এক এক করে জল খাওয়াতে নিয়ে গেল।

তার খেয়ালই ছিল না যে তার নিজের শরীরেই দিচ্ছিল না।

অবশেষে ভোর হল, ততদিনে ৯৬ টি পশু মারা গেছিল।

কিন্তু তা বলে তো আর থেমে থাকলে হবে না, দল এগিয়ে চলল।
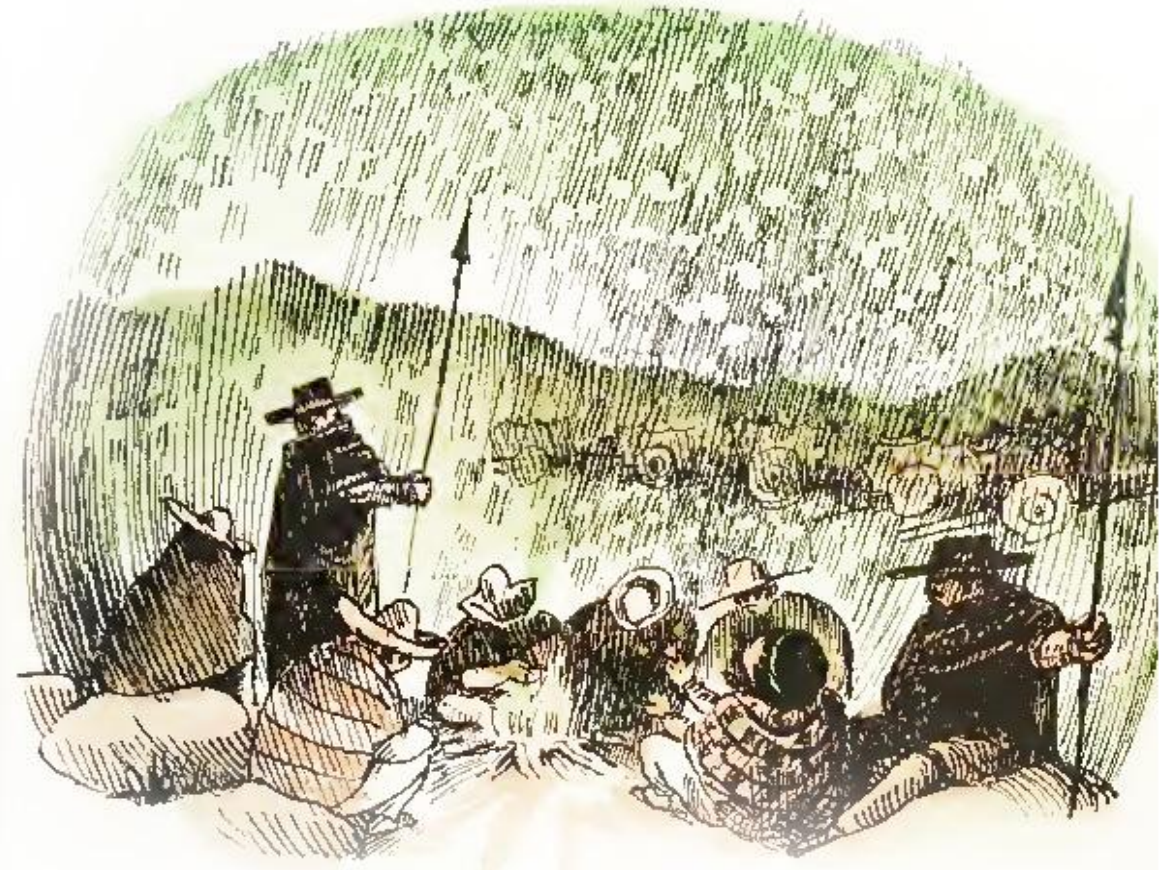
৫। নানান বাধা বিপত্তি

ফেলিপে হঠাত একটা অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেল।

“ওগুলো, কি? সাদা সাদা দেখা যাচ্ছে? “’ সে জিজ্ঞাসা করল।

‘‘বরফ,’’ কর্নেল আঞ্জা জবাব দিলেন।

“ তুমি মেক্সিকোতে যেখানে থাক সেখানে কখনো বরফ দেখনি, তো?”

সেই রাত্রে সবাই পাশাপাশি অনেক ছোট ছোট করে আগুন জ্বালিয়ে গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে, কম্বল গায়ে জড়িয়ে বসল।

তার পরেও সবার ভীষণ ঠান্ডা লাগছিল।
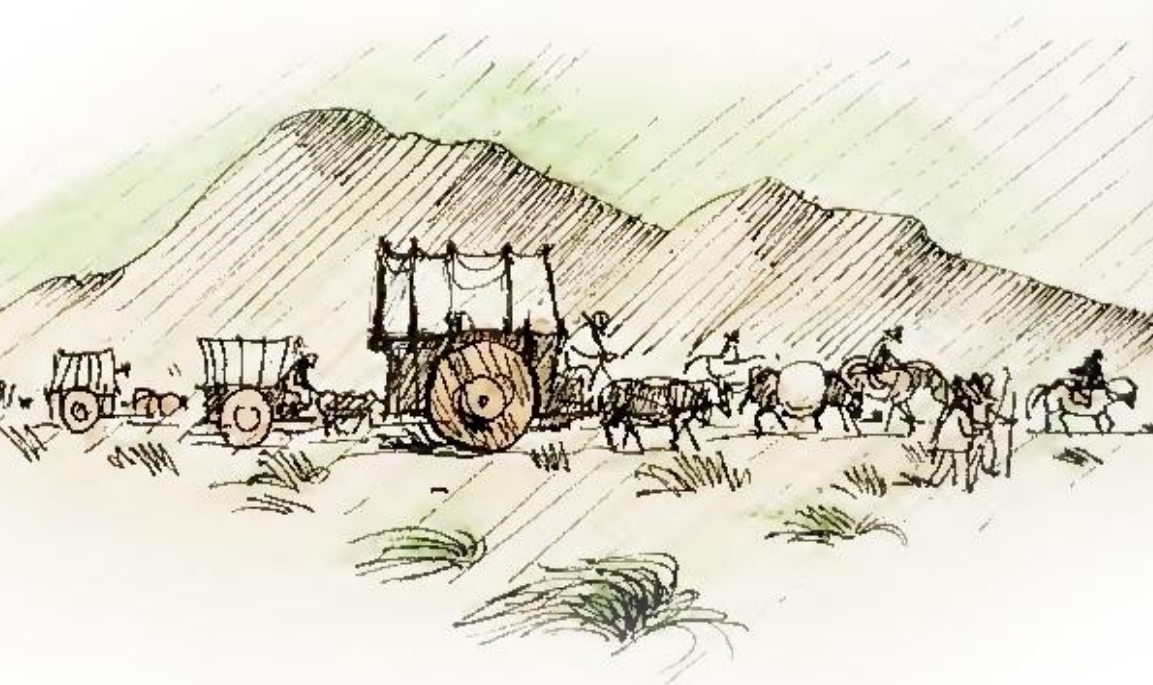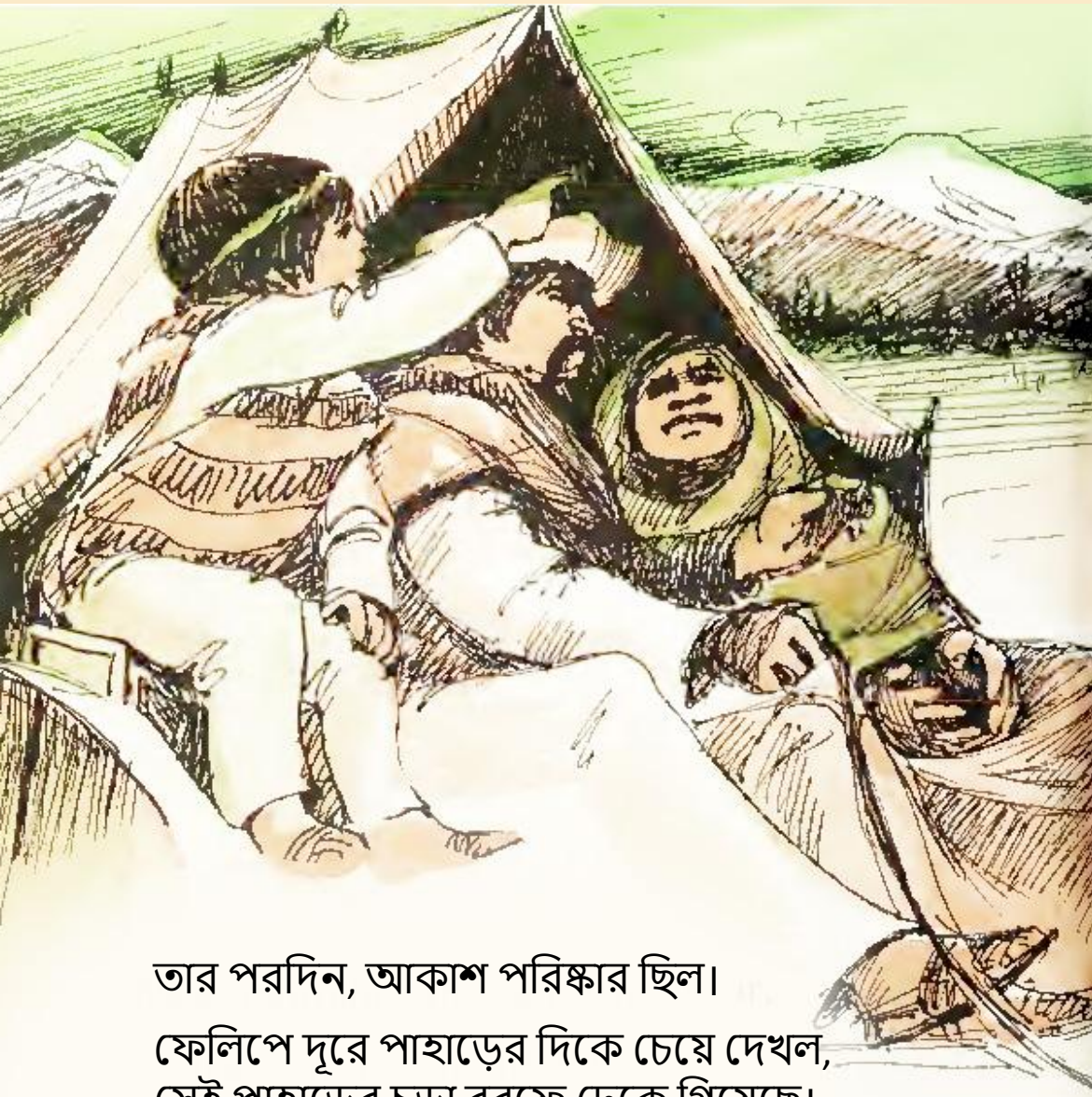
তার পরদিন, আকাশ পরিষ্কার ছিল।

ফেলিপে দূরে পাহাড়ের দিকে চেয়ে দেখল, সেই পাহাড়ের চূড়া বরফে ঢেকে গিয়েছে।

"আরে আরে, শোন সব, ক্যালিফোর্নিয়াতে শুধু বরফ ছাড়া আর কিস্যুই নেই।" কাকা কার্লোস চীৎকার করে বলতে লাগলেন।

"আমাদের ঘরে আমরা গরীব ছিলাম ঠিকই, তবু গরমের মধ্যে আরামে তো থাকতে পারতাম!"

"তুমি কি ফিরে যেতে চাও?"

মারিয়া কাকী আগুন চোখে চেয়ে বললেন।

এদিকে ফেলিপে সূর্যের আলো দেখতে পারছিল, সেদিকে পিঠ দিয়ে তার একটু একটু করে গরম লাগতে শুরু করেছিল।

"দেখো" বোন রুবেন চেঁচিয়ে বলল

"কিছু কিছু জায়গার বরফ গলছে!"

ঢেঁচু- ঢেঁসসসসসসসসসসস!
চুসসসসসসসসসসসসসসসস!

ফিলোমিনাও খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠল। সামনেই পাহাড় দেখা যাচ্ছিল।

সে তো পাহাড়ি ঝরনার কলকলানি শুনতে পেয়ে গেছিল।

তার উপর ঠান্ডা জায়গার ঘাসের তাজা গন্ধ পাচ্ছিল সে। ঐ পাহাড়ের বরফ গলা ঢালে ছেয়ে ছিল ঘাসের জমি। ঘোড়ারাও টগবগিয়ে চলতে শুরু করেছিল।
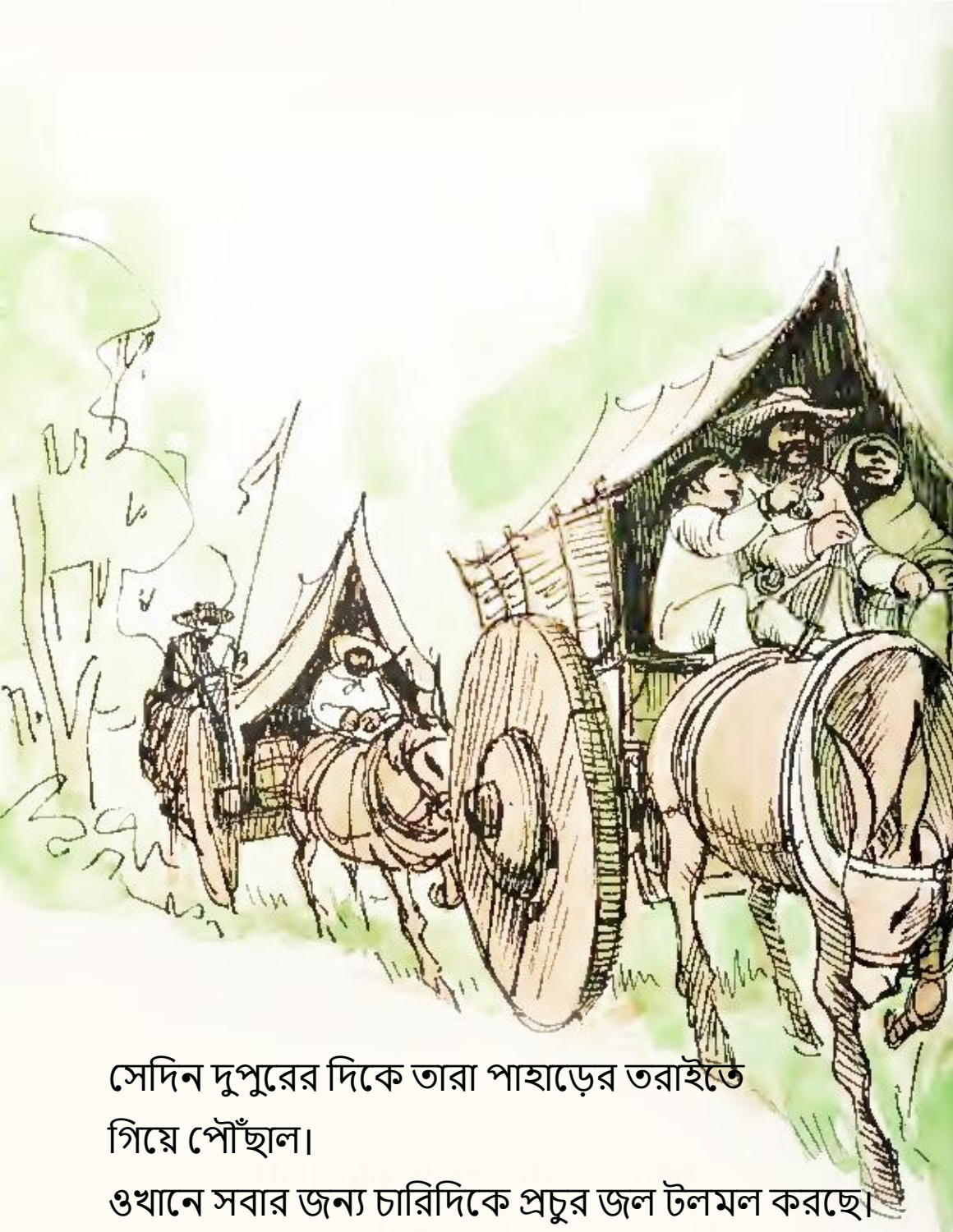
সেদিন দুপুরের দিকে তারা পাহাড়ের তরাইতে গিয়ে পৌঁছাল।

ওখানে সবার জন্য চারিদিকে প্রচুর জল টলমল করছে।

আর পশুপাখীদের জন্য চারিধারে প্রচুর ঘাস হাওয়ায় দুলছে।

‘‘অবশেষে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছালাম।” ফেলিপে খুব খুশী হয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

ফেলিপে সব পশুদের পিঠ থেকে বোঝা নামাতে লেগে পড়ল। তাদের ঘাসের জমিতে নিয়ে গেল।

“আমরা মোটামুটি সফরের সবথেকে কঠিন অংশ পার করে ফেলেছি,” কর্নেল আঞ্জা বললেন।

‘‘সফরের বাকিটা আর মুশকিল হবে না।’’

‘‘ভগবান রক্ষা করেছেন, তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ।” মারিয়া কাকী বলে উঠল।
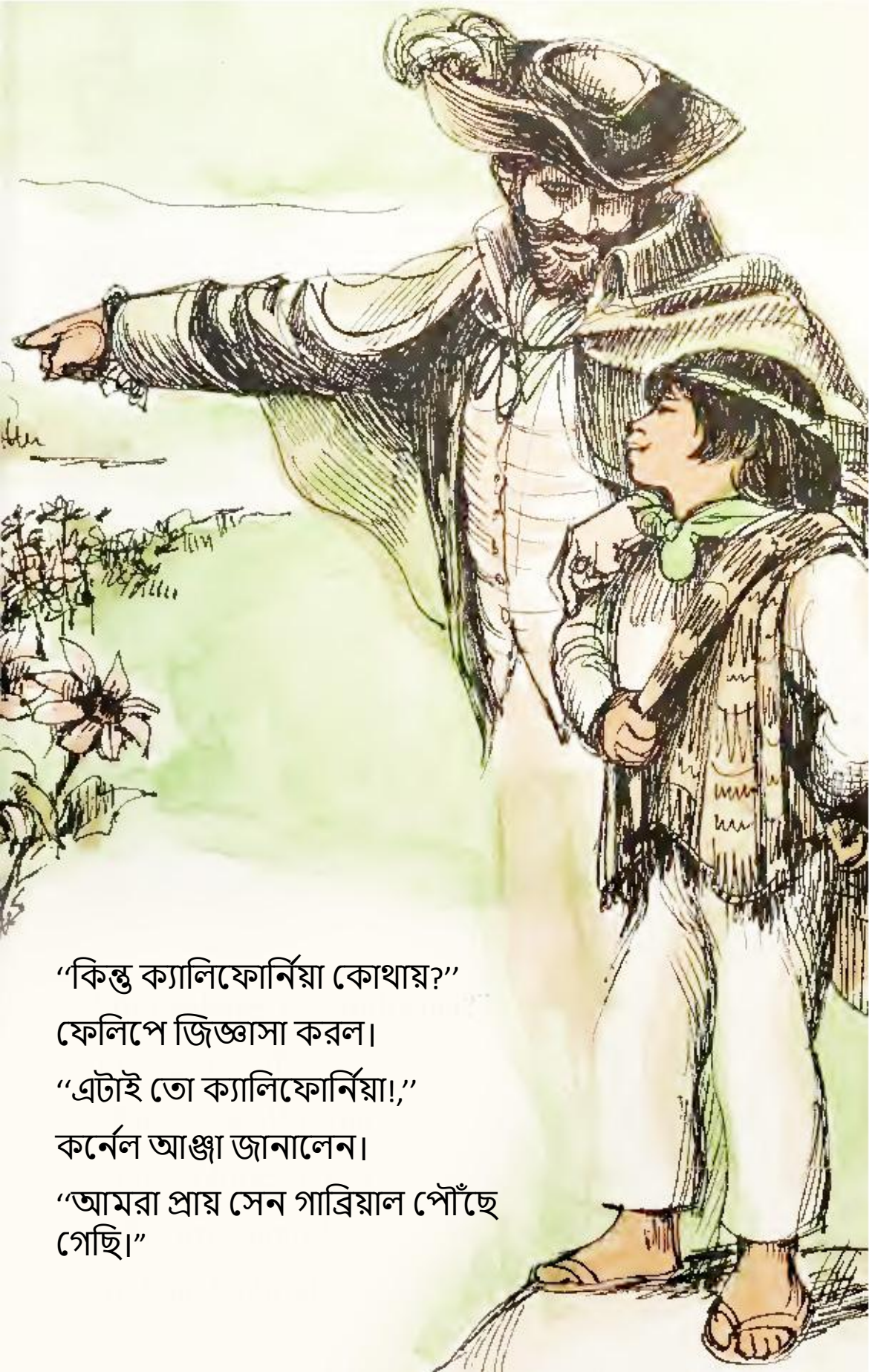
৬। ক্যালিফোর্নিয়া

সবাই একসপ্তাহ ওখানে আরামসে বিশ্রাম করল।

তারপর পাহাড়ে চড়া শুরু করল।

রাস্তার চারধারে উঁচু উঁচু গাছ আর ঘাস ছিল।

ফেলিপে সূর্যমুখী ফুল আর জংলী আঙ্গুর দেখতে পাচ্ছিল।

নদীর জলে সূর্যের আলো পড়ে চকমক করছিল। আর সেই নদীতে ছিল অনেক মাছ।

''কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়া কোথায়?''

ফেলিপে জিজ্ঞাসা করল।

''এটাই তো ক্যালিফোর্নিয়া!,''

কর্নেল আঞ্জা জানালেন।

''আমরা প্রায় সেন গাব্রিয়াল পৌঁছে গেছি।''

‘‘ফিলোমিনাকে দেখ তো দেখি!” রুবেন বলল।

‘‘ও কত বড় হয়ে গেছে।’’ ফেলিপে বলল।

“এ তো প্রায় ফেলিপের কাঁধের সমান সমান হয়ে উঠেছে।” মারিয়া কাকী বললেন।

টেঁচু- টেঁসসসসসসসস! চুসসসসসস!

গর্বিত ফিলোমিনা গেয়ে উঠল।

ফেলিপেকে পিঠে চড়িয়ে ছুটতে লাগল সে।

সবাই দেখল সে কত বড় হয়ে গেছে, তার মাংস পেশী অনেক সুন্দর আর মজবুত হয়ে উঠেছে।

সে ছোট ছোট গোল চক্কর কেটে কেটে দৌড়াতে লাগল আর সবাই অবাক চোখে তাকে দেখতে লাগল।

''আমরা অবশেষে পৌঁছে গেছিরে
ফিলোমিনা!''

ফেলিপে ফিসফিস কোরে ফিলোমিনার
কানেকানে বলল।

আর অমনি ফিলোমিনা গেয়ে উঠল,

''টেঁচু- টেঁসসসসসসসসস!
চুসসসসসসসসসসসসস!!''

লেখিকার কলম

কর্নেল হুয়ান বাওতিস্তার এই গল্পের প্রেক্ষাপট যে স্প্যানিশ মেক্সিকো থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত অভিযান, তা প্রধানত দুই কারনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই অভিযানের পথ ধরেই পরে সুদূর মেক্সিকো থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত রাস্তা তৈরী হয় আর আল্টা ক্যালিফোর্নিয়া নামে পরিচিত যে বিশাল খালি এলাকা ছিল, মানে আজকের যেটা ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য নামে পরিচিত, সেখানে মানুষের বসবাস শুরু হয়।

সেখানে বসবাসকারী লোকেরা এই গল্পের চরিত্রদের মতই মেক্সিকোর কুলিয়াখান থেকে ১৭৭৫ এর এপ্রিলে যাত্রা শুরু করে ১৭৭৬ এর ৪ঠা জানুয়ারী সেন গাব্রিয়ালে গিয়ে বসবাস শুরু করে। যাত্রীদের মধ্যে ১২ টি পরিবার সেন গাব্রিয়ালে আর বাকী সান ফ্রান্সিস্কোতে চলে যায়। সেখানে তারা ১৭৭৬ এর ১৭ই সেপ্টেম্বর সান ফ্রান্সিস্কো প্রেসিডীওর স্থাপনা করে।

পরে কর্নেল আঞ্জা মেক্সিকো ফিরে যান। কিন্তু তাঁর পরিবার ক্যালিফোর্নিয়াতেই রয়ে যায়। তাঁর বংশধরেরা আজও ওখানেই থাকে।

জেনেবিব গ্রে –র জন্ম জোন্সবার্গ আর্কেন্সোতে। তিনি অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পান। শিক্ষিকা হিয়াসাবে কাজ করতে করতে উনি শিশুদের জন্য অনেক বই আর পড়ানোর জন্য অনেক শিক্ষাপযোগী সামগ্রীর রচনা করেছিলেন। মিজ গ্রের ছেলে আর নাতি – ম্যাথ্যু আর রায়ান।   তাঁরা টাস্কান, অ্যারিজোনা্তে থাকেন।

এন গ্রিফৈল্কোনী-র নিউ ইয়র্ক শহরে জন্ম। তিনি অনেক বাল্যসাহিত্যের জন্য চিত্রাঙ্কন করেছিলেন যার মধ্যে তাঁর স্বরচিত বই ‘ট্রয় ট্রাম্পেট ও একটি। শিক্ষিকা, লেখিকা আর চিত্রকার মিস গ্রিফৈল্কোনী অনেক বছর মেক্সিকোর ইন্ডিয়ান্দের ইতিহাস নিয়ে রিসার্চ আর সেই সূত্রে মেক্সিকোর বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি কর্মসূত্রে নিউ ইয়র্ক শহরে থাকতে শুরু করেন।